আশ্রয় কামনা করুন

নবিজির ﷺ মতো

[আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা বিষয়ক নির্বাচিত ৪০ হাদিস ও তার ব্যাখ্যা]

পথিক
প্রকাশন

হাদিস নং : ০৪ .....৭৭
হাসান ও হুসাইনের রুকইয়া ৭৭
জাহিলি আরবের ইসতিয়াজা.....৮০
কুদৃষ্টির অনিষ্ট বলতে কী উদ্দেশ্য? ৮১
কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার উপায় ৮৩
প্রাণীরাও বদনজর করতে পারে ৮৫
হাদিসের শিক্ষা..... ৮৭

হাদিস নং : ০৫..... ৮৯
উপরিউক্ত দোয়ার বিস্ময়কর বিন্যাস ৯০
ইজ্জতের মালিক আল্লাহ.....৯১
মুমিনের শক্তি, মুমিনের নিরাপত্তা ৯৫
ভ্রষ্টতা থেকে আশ্রয় কামনা করুন..... ৯৬
দুই জিনিসের উসিলা গ্রহণ করুন..... ৯৮

হাদিস নং : ০৬..... ১০০
মন্দ প্রতিবেশী থেকে বাঁচুন ১০০
হাদিসের শিক্ষা..... ১০৩

হাদিস নং : ০৭.....১০৪
ঘুমাবার আগে পড়ুন.....১০৫
দোয়াটির অভিনব পরস্পর বিন্যাস ১০৫
আল্লাহর চার নামের উসিলা ১০৯
সুন্দরতম নামসমূহের মাধ্যমে উবুদিয়্যাতের খোঁজ ১১৩
ধনাঢ্যতা তিন প্রকার ১১৯
হাদিসের শিক্ষা..... ১২৫

হাদিস নং : ০৮ .....১২৬
নামাজে রাসুল কী পড়তেন ১২৬
রাসুলের হিদায়াত কামনা : উদ্দেশ্য ও শিক্ষা ১৩০
আমাকে নিরাপত্তা দিন ১৩৪
দুনিয়ার জীবনে সংকীর্ণতা.....১৩৫
পরকালের সংকীর্ণতা ১৩৬
হাদিসের শিক্ষা.....১৩৯

হাদিস নং : ০৯.....১৪০
আমলের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চান ১৪০
হাদিসের শিক্ষা.....১৪৩

হাদিস নং : ১০ .....১৪৫
সকাল-সন্ধার জরুরি অজিফা.....১৪৬
দীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা মানে কী.....১৪৮
নিচের দিকের অনিষ্ট বলতে কী বুঝায় ১৫১
হাদিসের শিক্ষা.....১৫৩

হাদিস নং : ১১ .....১৫৪
কোন কাজ মুনকার ১৫৪
হাদিসটির অন্তর্নিহিত শিক্ষা.....১৫৯

হাদিস নং : ১২.....১৬১
ক্ষুধার তাড়না ও খিয়ানত থেকে আশ্রয় চান.....১৬১
খিয়ানতের বিচিত্র চিত্র..... ১৬৩

হাদিস নং : ১৩ .....১৬৫
ফরজ নামাজের পর কী পড়বেন.....১৬৬
অভাবের ফিতনা থেকে বাঁচুন.....১৬৯
কবরের আজাব থেকে বাঁচুন.....১৭০
হাদিসের শিক্ষা..... ১৭২

হাদিস নং : ১৪ .....১৭৪
হাদিসের কয়েকটি জরুরি ফায়দা ১৭৫
বান্দার চারপাশে বিপদ ১৭৬
হাদিসের শিক্ষা..... ১৭৭

হাদিস নং : ১৫ .....১৭৮
যে ঋণ ভার করে দেয় কাঁধ ১৭৮
আপনার সত্যিকার শত্রু কে..... ১৭৯
কারো ওপর প্রভাব খাটানো মানে কী.....১৮১
প্রতিপক্ষের উল্লাস বড় কঠিন.....১৮২

হাদিস নং : ২৩ ..... ২৪০
কাপুরুষতা ও কৃপণতা দুই বন্ধু ২৪০
এমন জীবন থেকে পানাহ কেন ২৪৪
নামাজে অলসতা গুরুতর অপরাধ ২৫০

হাদিস নং : ২৪ ..... ২৫২
যাবতীয় রোগবালাই থেকে বাঁচুন ২৫৩
একটি মূলনীতি ২৫৬
নবি হওয়ার অন্যতম শর্ত ২৫৮

হাদিস নং : ২৫ ..... ২৬০
দারিদ্র্য, অভাব ও অপমান থেকে বাঁচুন ২৬০

হাদিস নং : ২৬ ..... ২৬২
অক্ষম ও অলস জীবন আদতে অভিশাপ ২৬২
হাদিসের শিক্ষা ২৬৫

হাদিস নং : ২৭ ..... ২৬৭
সত্যিকার সফল ব্যক্তি কে ২৬৯
ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের রহস্য ২৭২
হাদিসের শিক্ষা ২৭২

হাদিস নং : ২৮ ..... ২৭৪
ঋণগ্রস্ততা থেকে আশ্রয় কামনা করুন ২৭৬
ধনাঢ্যতা ও ফিতনা ২৭৭

হাদিস নং : ২৯ ..... ২৭৯
কেন এভাবে ইসতিয়াজা করব? ২৮০
أَرْذَلِ الْعُمُرِ কাকে বলে? ২৮৩

হাদিস নং : ৩০ ..... ২৮৫
এক মহা মর্যাদাপূর্ণ দোয়া ২৮৬
হাদিসের শিক্ষা ২৮৮

হতে পাপের ভারে মানুষের হৃদয় হয় কলুষিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এক সময় মহান আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের পথ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। কখনো এই দূরত্ব তাকে শিরক পর্যন্ত নিয়ে যায়। সে গাইরুল্লাহর কাছে নিজের কল্যাণ চায়, মুক্তি ও ইস্তিগফার কামনা করে।

কিন্তু কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা সামনে রাখলে জানা যায়, যিনি আল্লাহর প্রকৃত বান্দা, যিনি মুমিন ও মুসলমান, তাকে সব বিষয়ে মহান আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। এটাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও ইমানের দাবি। কিন্তু দোয়া বা আল্লাহর কাছে চাওয়ার ক্ষেত্রে কখনো বান্দার চিত্র কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। সে খুব বড় কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলে আল্লাহর কাছে চায়, ছোটখাটো বিষয়ে চায় না। এমনকি অনেকের নিকট এই ধারণাও অনুপস্থিত যে, ছোটখাটো বিষয়েও আল্লাহর কাছেই চাইতে হয়। ছোটো-বড়ো, গুরুত্ব কম হোক বা বেশি—সব কিছুই চাইতে হবে আল্লাহর কাছে। একমাত্র মহামহিমের দরবারে।

কল্যাণ এবং অকল্যাণ সব কিছুরই মালিক আল্লাহ। সুতরাং কল্যাণ কামনা করে যেমন আল্লাহর কাছে চাইতে হবে, তেমনি অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্যও চাইতে হবে আল্লাহর নিকট। মুমিন বান্দার গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হলো, বিপদ-আপদ মুসিবতে যেমন আল্লাহর কাছে চাইবে, তেমনি কল্যাণ ও নিয়ামতের মধ্যে থাকলেও আল্লাহর কাছে কল্যাণের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য চাইবে। কেউ কেউ এমন আছেন বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে চায়, নিয়ামতের মধ্যে বা ভালো অবস্থায় থাকলে চাওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। এমন আচরণ মুমিনের কাম্য নয়। কিন্তু মানুষের সহজাত একটি প্রবৃত্তি হলো, মানুষ অসহায় অবস্থায় পড়লে আল্লাহকে ডাকে সচ্ছলতায় ভুলে যায়। মানুষ বিপদে পতিত হলে আল্লাহকে ব্যাপকভাবে স্মরণ করে, বারবার একনিষ্ঠভাবে দোয়া করে। আবার যখন বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়ে যায়, যখন সে কল্যাণের মধ্যে ফিরে আসে তখন সে বেমালুম আল্লাহকে ভুলে যায়।

আল্লাহর কাছে চাওয়া কেবল তো চাওয়া নয়, এটি স্বতন্ত্র ইবাদতও। আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে যাবতীয় ইবাদতের সারাৎসার বলেছেন। কীভাবে কোন কোন আদব রক্ষা করে কখন আল্লাহকে ডাকলে দুআ কবুল হবে, সেটাও বাতলেছেন। বলেছেন, না চাইলে বরং আল্লাহ নারাজ হন। সবসময় তিনি বান্দার প্রয়োজন পূরণ করতে প্রস্তুত। বান্দা যদি চায়, হাত পাতে এবং নববি পন্থা অবলম্বন করে তার প্রয়োজন সামনে রাখে—তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তার দোয়া কবুল করেন। তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। পৃথিবীতে

পূর্বকথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। আমি তাঁর প্রশংসা করছি, তার সাহায্য, ক্ষমা এবং হিদায়াত কামনা করছি। তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ আমলের আগ্রাসন থেকে! বস্তুত তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না; আর তিনি যাকে বিপথে রাখেন, তাকে পথে আনার কেউ নেই! সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি একক—তাঁর কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

এ গ্রন্থে আমরা নববি ইসতিয়াজা তথা আত্মরক্ষা ও আশ্রয় কামনা-বিষয়ক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু হাদিস উল্লেখ করব। যার কোনোটা তার মুখনিঃসৃত বাণী, কোনোটা-বা তার কর্মস্বভাবের ধারাবাহিক বাস্তবতা। কিছু তিনি তার প্রিয় সাহাবিদের শিখিয়েছেন, কিছু পরবর্তী উম্মতের জন্য নাসিহাহ ও আদর্শ হিসাবে রেখে গেছেন। যেন তারা এর অনুসরণের মাধ্যমে শয়তানের কুমন্ত্রণা, অন্যায়ের প্রাপ্তি বা অনিষ্টের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে। অন্যায়ের অশুভ আগ্রাসন থেকে বেঁচে ন্যায় ও কল্যাণের তলব করা, নিঃসন্দেহে পূর্ণ তাওহিদ ও পরিপূর্ণ দাসত্বের আলামত। এ স্বভাব বান্দার খোদামুখিতা প্রমাণ করে। রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন :

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ.

‘তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! (তাদের) বলো, তোমরা আমাকে একটু বলো তো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের (অর্থাৎ যেই প্রতিমাদের) ডাকো, আল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি

ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সব মানুষের কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে তুলে আনতে এবং সরল ও সঠিক পথে পরিচালনা করতে। রাসুলের প্রতি বিশ্বাস, তার আনুগত্য ও অনুসরণের ভেতরই নিহিত রেখেছেন দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জগতের কল্যাণ, সাফল্য ও হিদায়াত। পবিত্র কুরআনে তিনি জানিয়েছেন:

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا.

> ‘যারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করবে, তারা সেই সকল লোকের সঙ্গে থাকবে—যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবিগণ, সিদ্দিকগণ, শহিদগণ ও সালিহগণের সঙ্গে। কতই-না উত্তম সঙ্গী তারা!’[২]

সন্দেহ নেই, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই জগতের সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানুষ। তিনিই রবের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তিনিই তাঁর পরিচয় জেনেছেন সর্বোত্তমভাবে। তাঁর প্রতি অভিনিবেশ রেখেছেন, তাকে সবচেয়ে ভয় করে চলেছেন, তাঁর কাছে সর্বাধিক আশ্রয় কামনা করেছেন। তিনিই আল্লাহর রজ্জু সত্যিকারার্থে আঁকড়ে ধরেছেন, তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ দাসত্ব দেখিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন নিয়তে একনিষ্ঠ, শিরক থেকে সর্বময় দূরত্ব ধারণকারী এবং গাইরুল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা ও আশ্রয় কামনা থেকে সবচেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বনকারী।

[২] সুরা আন-নিসা: ৬৯।

উম্মতের অধিকাংশ আলিমসমাজ, সাহাবা, তাবেয়ি ও পরবর্তীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই তায়াওউজ তথা বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে আশ্রয় কামনা করা মুসতাহাব।[৭৫]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

> ‘সুতরাং তোমরা যখন কুরআন পড়বে, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে।’[৭৬]

এখানে বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় কামনার যে কথা বলা হয়েছে, তা নামাজে ও নামাজের বাইরে, সবখানে সমানভাবে প্রযোজ্য।

হাদিসে উল্লিখিত তাসবিহ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ (সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা)-এর মাধ্যমে, আদতে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এখানে রাব্বুল আলামিনকে সর্বপ্রকার দোষ, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র ঘোষণা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যিনি আমাদের রব, আমাদের প্রতিপালক—তিনি সবরকম দোষ থেকে মুক্ত এবং যাবতীয় প্রশংসা ও গুণাবলির একমাত্র অধিকারী।

ইবনু ফারিস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘তাসবিহ মানে হলো মহান আল্লাহ তাআলাকে সর্বপ্রকার দোষ থেকে মুক্ত ঘোষণা করা। তানজিহ (اَلتَّنْزِيْه) শব্দের অর্থ হলো, দূরত্ব নিশ্চিত করা। আরবরা যেমন বলে, سُبْحَانَ مِنْ كَذَا হায়, কত-না দূরত্বে তার বাস!’[৭৭]

কেবল তাসবিহ নয়

আল্লাহ তাআলার এ তাসবিহের সাথে যুক্ত আছে প্রশংসা। সেজন্যই অনেকের মতে, দুটি বাক্যের মাঝখানে থাকা ‘ওয়াও’ হরফটি এখানে ‘সাথে’ অর্থ প্রদান

[৭৫] দেখুন: আল-মাজমু, ৩/৩২৩।
[৭৬] সুরা আন-নাহল: ৯৮।
[৭৭] মাকায়িসুল লুগাহ, ৩/১২৫।

মূলত এসব শয়তানের চক্রান্ত। কবিতায় ডুবে থাকা ব্যক্তির মাধ্যমে শয়তান তার কার্যসিদ্ধি করে নেয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.

‘আর কবিগণ, তাদের অনুগামী হয় তো যত সব বিপথগামী লোক। তুমি কি দেখোনি, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? আর তারা এমন সব কথা বলে থাকে, যা নিজেরা করে না। তবে সেই সকল লোক ব্যতিক্রম—যারা ইমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করেছে এবং নিজেরা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। বস্তুত জালেমরা অচিরেই জানতে পারবে, তারা কোন পরিণামের দিকে ফিরে যাচ্ছে।’[৮৬]

অবশ্য কারও মতে, اَلنَّفْثُ শব্দের অর্থ জাদু; কবিতা নয়।[৮৭]

হাদিসের পরবর্তী শব্দ الهمز মানে মৃগীরোগ। অপ্রকৃতিস্থতা বা উন্মাদনা। যা মানুষকে আঘাত দেয়। মানুষের ওপর আপতিত হয়। একে এ নামে নাম দেওয়া হয়েছে, কারণ, যা-ই তুমি খোঁচা দাও বা ধাক্কা দাও তার সবই হামজ। আর শয়তান উন্মাদকে খোঁচা দেয়। উসকে দেয়।

তবে কারও মতে, الهمز মানে ওয়াসওয়াসা। যেমন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.

‘এবং দোয়া করো, হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানদের প্ররোচনা হতে আপনার আশ্রয় চাই।’[৮৮]

[৮৬] সুরা আশ-শুআরা: ২২৪-২২৭।
[৮৭] শারহুল মিশকাত, ৩/৯৯৪, জামিউল উসুল, ৪/১৮৬।
[৮৮] সুরা আল-মুমিনুন: ৯৭।

(বিতাড়িত শয়তান থেকে) আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই তিনি সকল কথার শ্রোতা, সকল বিষয়ের জ্ঞাতা।'[৯৪]

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানব-শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার তরিকা বাতলে দিচ্ছেন। পরের আয়াতে বলছেন, কীভাবে জিন-শয়তান ও অদৃশ্য শত্রুর কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে।[৯৫]

হাদিসের শিক্ষা ও দোয়াটির গুরুত্ব

মোটকথা, এ জিকির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও ফজিলতের জিকির। নামাজের সূচনাপাঠ হিসাবে এ দোয়া অন্যতম উত্তম দোয়া। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'নামাজের শুরুতে পাঠের জন্য, নিরেট প্রশংসাবাক্য-সংবলিত দোয়ার চেয়ে উত্তম কিছু নেই। উদাহরণত:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

(হে আল্লাহ! প্রশংসা-সহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনার নাম বড়োই বরকতময়, আপনার প্রতিপত্তি অতি উচ্চ। আর আপনি ব্যতীত অন্য কোনো হক ইলাহ নেই), এবং

اَللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا.

(আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সবচাইতে বড়ো, অধিক অধিক প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) পড়া যেতে পারে।'[৯৬]

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বান্দা যখন سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ বলে, তখন সে মনেপ্রাণে মেনে নেয় যে, তার রব আল্লাহ তাআলা সবরকম ত্রুটি থেকে পবিত্র। সমস্ত অপূর্ণাঙ্গতা থেকে মুক্ত ও সর্বময় প্রশংসায় প্রশংসিত। তা ছাড়া, যিনি সমস্ত প্রশংসার অধিকারী, অবশ্যই তিনি সকল দোষ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকবেন।

যে সত্তার নাম ও অস্তিত্ব মহান এবং বরকতময়, সামান্যকে যিনি বর্ধিত করেন, কল্যাণকে বাড়িয়ে তোলেন এবং তাতে বরকত দান করেন; বান্দার সামনে

[৯৪] সুরা আল-ফুসসিলাত: ৩৪, ৩৬।
[৯৫] দেখুন: ইগাসাতুল লাহফান, ১/৯৬।
[৯৬] দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া, ২২/৩৯৪।